



5049 - কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বধি-বিধান

প্রশ্ন

কটে যদি রাস্তায় কোনও সম্পদ কুড়িয়ে পায় সটেরি বধিান কী? তার জন্য কিসটো নওয়া বধৈ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এই প্রশ্নটি ‘লুক্বাতা’ (কুড়িয়ে পাওয়া জনিসি সম্পর্কে) সম্পর্কে যা ইসলামী ফকিহরে অন্যতম একটি অধ্যায়।

‘লুক্বাতা’ বলতে বোঝানো হয়: কোনও ব্যক্তির হারানো সম্পদ। এই মহান দ্বীন ইসলাম মানুষের সম্পদ সংরক্ষণ করা ও রক্ষণাবেক্ষণের বধিান নিয়ে এসছে, মুসলমিরে সম্পদরে প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তা সংরক্ষণ করার নরিদশে নিয়ে এসছে। এর মধ্যে লুক্বাতা (কুড়িয়ে পাওয়া জনিসি)ও অন্তর্ভুক্ত।

যদি কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও সম্পদ হারিয়ে যায়, তবে এর তনিটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: এটি এমন কিছু হওয়া যা সাধারণ মানুষের কাছে তমেন গুরুত্ব বহন করে না। যমেন: চাবুক, রুটি, একটি ফল, লাঠি ইত্যাদি। এগুলো যে ব্যক্তি পায় সে-ই এগুলোর মালকি হয়ে যায় এবং কোনও ঘোষণা ছাড়াই তা ব্যবহার করতে পারে। এর সপক্ষে দলীল হচ্ছে জাবরি রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, তনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি, চাবুক এবং দড়ি কুড়িয়ে পলে তা মানুষের জন্য ব্যবহার করার ক্ষত্রে ছাড় দিয়েছেন। [আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেন]

দ্বিতীয় অবস্থা: এমন কোনও প্রাণী হওয়া যে নজি ছোট ছোট হিংস্র প্রাণীকে প্রতিহিত করতে পারে। প্রাণীটি বিশিলাকায় হওয়ার কারণে; যমেন: উট, ঘোড়া, গরু বা খচ্চর। কথিবা উড়তে পারার কারণে; যমেন: পাখি। কথিবা দ্রুত দৌড়াতে পারার কারণে; যমেন: হরিণ। অথবা দাঁত দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারার কারণে; যমেন: চিতা। এই ধরনের প্রাণী কুড়িয়ে নেওয়া হারাম। যে এটি কুড়িয়ে নিয়েছে সে ঘোষণা দলিও মালকিনা লাভ করবে না। যহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানো উটরে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তনি বলেন: “তোমার হস্তক্ষেপে কোন প্রয়োজন নহে?! উটরে সাথে তো পানরি মশক আছে, উটরে পাও আছে। সে নজি পানি পান করতে পারে, গাছপালা খতে পারে। এক পর্যায়ে তার মালকি তাকে খুঁজে পাবে।” [হাদীসটি বুখারী ও মুসলমি বর্ণনা করেছেন]



উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন: “যে ব্যক্তি হারানো উট হস্তগত করে, সে-ই পথভ্রষ্ট।” তথা ভুলকারী। এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিয়েছেন যেন হারানো উটকে কুড়িয়ে নেওয়া না হয়। বরং এটি পানি পান করবে, গাছপালা খেয়ে বঁচে থাকবে। এক পর্যায়ে এর মালিক তাকে পয়ে যাবে।

এই হুকুমে অধিকৃত হবে বড় বড় সরঞ্জামাদি; যমেন: বশিল পাতলি, কাঠ, লোহা ইত্যাদি, যগুলো নজি স্থানে সংরক্ষিত থাকে, নষ্ট হয় না এবং স্থানান্তরিত হয় না। হারিয়ে যাওয়া প্রাণীর মত এসব হস্তগত করা সব না নেওয়া আরো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষিদ্ধ।

তৃতীয় অবস্থা: হারিয়ে যাওয়া জনিসি অন্য সব ধরনের সম্পদে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যমেন: টাকা-পয়সা, মালপত্র, এবং এমন প্রাণী যগুলো ছোট হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে নজিকে রক্ষা করতে পারে না। যথা: ছাগল, উটের বাচ্চা, গরুর বাছুর ইত্যাদি। এই প্রকারের সম্পদ যনি পাবনে তনি যদি নজিকে খয়োনত করা থেকে নিরাপদ মনে করেন তাহলে তার জন্য এটি কুড়িয়ে নেওয়া বৈধ হবে। এটি আবার তনি প্রকার—

প্রথম প্রকার: খাওয়ার উপযুক্ত পশু। যমেন উটের বাছুর, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এমন কিছু কুড়িয়ে পাবে তার উপর অনবিার্য তনিটি এখতিয়ারের মধ্যে যেটি মালিকের স্বার্থ অধিক রক্ষাকারী সেটি গ্রহণ করা:

-সে এটি খেয়ে ফেলবে। আর অবলম্বে মালিককে এর মূল্য পরিশোধ করা তার উপর আবশ্যিক হবে।

-এর বিবরণ জনে নিয়ে একে বক্রিকর করে এর মূল্য মালিকের জন্য সংরক্ষণ করে রেখে দিবে।

-এর হফোজত করবে, নজিরে সম্পদ থেকে এর লালন-পালনের জন্য খরচ করবে। তবে এটাকে নজিরে মালিকানায় নবি না। মালিক এটি নতি আসলে তখন মালিকের কাছে খরচের অর্থ দাবী করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলছেন: “এটা কুড়িয়ে নাও। এটি হয়তো তোমার জন্য, নয়তো তোমার ভাইয়ের জন্য, কথিবা নকেড়ের জন্য।” [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] অর্থাৎ ছাগল দুর্বল ও ধ্বংসের ঝুঁকিতে আছে। ছাগলের অবস্থা হলো হয়তো তুমি এটাকে হস্তগত করবে, নতুবা অন্য কটে হস্তগত করবে নতুবা নকেড়ে এটাকে খেয়ে ফেলবে।

ইবনে কাইয়ামি রাহমাহুল্লাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: “এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়: হারানো ছাগল কুড়িয়ে নেওয়া বৈধ। যদি মালিক না আসে তবে যনি কুড়িয়ে পেলেন তনি এর মালিক হয়ে যাবেন। কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির একাধিক এখতিয়ার থাকবে। তৎক্ষণাৎ ছাগলটি খেয়ে এর মূল্য বহন করা নতুবা বক্রিকর করে দাম রেখে দিবে কথিবা ছাগলটি রেখে দিয়ে নজিরে সম্পদ থেকে লালন-পালন করবে। এই তনিটির মাঝে যে কোনোটিকে করার ব্যাপারে সে স্বাধীন। আলমেরা একমত যে যদি সে এটি খাওয়ার আগে এর মালিক চলে আসে, তাহলে মালিক নিয়ে নতি পারবে।”



দ্বিতীয় প্রকার: পচনশীল জনিসি। যমেন: তরমুজ, ফলমূল। এগুলো যনিকুড়িয়ে পাবনে তিনি নিম্ননোক্ত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে যটো মালকিরে স্বার্থ অধিক রক্ষাকারী সো ব্যবস্থা গ্রহণ করবনে। সো ব্যবস্থাগুলো হচ্ছো: এটি খয়ে এর মূল্য মালকিকে দেওয়া অথবা এটি বিক্রি করে মালকি আসা পর্যন্ত এর মূল্য সংরক্ষণ করা।

তৃতীয় প্রকার: প্রথম দুই প্রকার ছাড়া অন্যান্য সব সম্পদ। যমেন: নগদ অর্থ, থালা-বাসন ইত্যাদি। এগুলো আমানত হিসেবে নিজেরে কাছে সংরক্ষণ করা আবশ্যিক। জনসমাগম স্থলে এগুলোর ব্যাপারে ঘোষণা দিতে হবে।

কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি নিজেকে নিরাপদ মনে না করে এবং এ ব্যাপারে যে ঘোষণা দিতে হবে তা দেওয়ার মত সক্ষমতা যদি তার না থাকে, তাহলে তার জন্য কুড়িয়ে নেওয়া বৈধ হবে না। কারণ যাইদ ইবনে খালদি আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস আছে: তিনি বলছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুড়িয়ে পাওয়া স্বর্ণ বা অর্থের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন: “এর বাঁধন ও থলে চহ্নিতি করে রাখো, তারপর এক বছর ঘোষণা করো। যদি তার মালকিকে জানতে না পারো, তাহলে তুমি এটি খরচ করে ফেলো। তবে এটি তোমার কাছে আমানত হিসেবে থাকবে। কোনো দনি মালকি এসে চাইলে তাকে ফেরত দেবে।” আর ছাগল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: “তুমি এটি গ্রহণ কর, এটি হয়তো তোমার জন্য, নয়তো তোমার অন্য ভাইয়ের জন্য, নয়তো নকেড়ের জন্য।” হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: “তোমার হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন নহে?! উটের সাথে পানি আছে, উটেরে পা আছে। সে পানি পান করতে পারবে এবং গাছপালা খেতে পারবে যতক্ষণ না মালকি তাকে পেয়ে যায়।” [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “বাঁধন ও থলে চহ্নিতি করে রাখো” এখানে বাঁধন বলতে উদ্দেশ্য যা দিয়ে থলেরে মুখ বাঁধা হয়। আর থলে হচ্ছো যে পাত্রেরে মাঝে বস্তুটি থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “এক বছর ঘোষণা করো” বলতে বোঝানো হয়েছে: মানুষেরে সমাবেশে স্থলে যমেন: বাজার, মসজিদে দরজা, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে। কুড়িয়ে নেওয়ার প্রথম সপ্তাহে প্রতিনি ঘোষণা দিতে হবে। কারণ ঐ সপ্তাহে মালকি ফরিয়ে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এরপর থেকে ঘোষণার ক্ষেত্রে মানুষেরে প্রচলন অনুযায়ী ঘোষণা দিবে।

(প্রাচীন যুগে এগুলোই ছিল ঘোষণার পদ্ধতি। বর্তমান সময়ে কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তি উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে ঘোষণা করবে। মূলকথা হলো: এর দ্বারা যনে উদ্দেশ্য হাসলি হয়। অর্থাৎ মালকিকে খুঁজে পতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়।)

উক্ত হাদীস আরো প্রমাণ করে যে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু চনিে রাখা আবশ্যিক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “এর বাঁধন ও থলে চনিে রাখো” প্রমাণ করে যে এর বশেষ্ট্য জনে রাখা আবশ্যিক। ফলে মালকি এসে এর যথায় বর্ণনা দলিহে তাকে সেটি প্রদান করা হবে। আর যদি তার ববিরণ প্রকৃত অবস্থার চেয়ে ভিন্ন হয় তাহলে তাকে দেওয়া



জায়যে হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “যদি তুমি এর মালকি জানতে না পারো, তাহলে খরচ করে ফেলো” এটি প্রমাণ করে যে কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তি এক বছর ঘোষণা দেওয়ার পর সৎ এর মালকি হয়ে যায়। কিন্তু কুড়িয়ে পাওয়া জনিসিরে বশৈষ্টিয়াবলি চনোর আগে তার জন্য এতে হস্তক্ষেপে করা যথাযথ হবে না। অর্থাৎ সৎ এর বাঁধন, থল, পরমাণ, ধরন এবং বশৈষ্টিয় জনে রাখবে; যাতে করে এক বছর পর মালকি এসে যদি যথাযথ বিবরণ দিয়ে তাহলে তাকে সটে দিতে পারে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “কোনো দিন মালকি এসে চাইলে তাকে ফেরত দেবে।”

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদে ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় আবশ্যিক; যথা:

এক: কউে যদি নিজের ব্যাপারে কুড়িয়ে পাওয়া জনিসিরে আমানত রক্ষা করা ও ঘোষণা দেয়ার সক্ষমতার ব্যাপারে নিশ্চিতি হয় তবেই সৎ কুড়িয়ে পাওয়া জনিসি নতি এগিয়ে আসবে। যে নিজেকে এর ব্যাপারে নিরাপদ মনে করে না তার জন্য এটি গ্রহণ করা বৈধ নয়। যদি সৎ এটি গ্রহণ করে তাহলে সৎ আত্মসাৎকারী হিসেবে গণ্য হবে। কারণ সৎ অন্য ব্যক্তির সম্পদ এমনভাবে গ্রহণ করেছে যভাবে গ্রহণ করা জায়যে নই। আর যহেতু এটি গ্রহণ করা অন্যের সম্পদ বনিষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত।

দুই: কোন পাওয়া জনিসি হস্তগত করার আগে অবশ্যই এর বিবরণ নথিভুক্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে; এর থল, এর বাঁধন, এর পরমাণ, এর ধরন ও প্রকার ইত্যাদি। এর পাত্র দ্বারা উদ্দেশ্য যতটো ভেতরে জনিসিটি পাওয়া গিয়েছে; সটো কোনো পলখিনি হতে পারে কিংবা কোন কাপড়খণ্ড হতে পারে। আর বাঁধন বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে: যা দিয়ে জনিসিটিকে বাঁধা হয়েছে। কোনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবরণ সংরক্ষণ করার নির্দেশে দিয়েছেন। আর 'নির্দেশে' আবশ্যিক করাকে দাবী করে।

তনি: পুরো এক বছর জনিসিটি পাওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা দিতে হবে। প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন ঘোষণা দিতে হবে। এরপর প্রচলতি প্রথা অনুযায়ী ঘোষণা দিতে হবে। ঘোষণার সময় উদাহরণস্বরূপ এভাবে বলবে: ‘এমন বস্তু কার হারানো গিয়েছে?’ কিংবা এ ধরণের অন্য কোন কথা। ঘোষণা হবে মানুষের সমাবেশে স্থলে, যমেন: বাজারে। কিংবা নামাযের সময়গুলোতে মসজিদে দরজায়। মসজিদে ভেতরে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু ঘোষণা করা নিষিদ্ধ; কারণ মসজিদ এ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “কউে যদি মসজিদে ভেতরে কোনো ব্যক্তিকে হারানো জনিসিরে ঘোষণা করতে শুনে যনে সৎ বলে দেয়: 'আল্লাহ তোমার জনিসিটি তোমাকে ফিরিয়ে না দনি'।”

চার: যদি দাবীদার এসে এর সঠিক বিবরণ দিতে পারে তবে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ বা কসমের ছাড়াই তাকে সটো ফেরত দিতে হবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি নির্দেশে দিয়েছে। আর যহেতু বিবরণ বলতে পারা সাক্ষ্য-প্রমাণ ও কসমের স্থলাভিষিক্ত। বরং তার বিবরণ প্রদান করাটা সাক্ষ্য-প্রমাণ ও কসমের চেয়ে বেশি স্পষ্ট ও সত্য হতে পারে।



কুড়িয়ে পাওয়া জনিসি থেকে যা কিছু বৃদ্ধি পয়েছে সেটোও ফেরত দিতে হবে; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনিসি সংযুক্ত হোক কথিবা আলাদা হোক। যদি দাবীদার ব্যক্তি বিবরণ দিতে না পারে তাহলে তাকে জনিসিটি দেওয়া হবে না। কারণ এই জনিসি তার হাতে একটি আমানত। সজেন্য যবে ব্যক্তি এই জনিসিরে মালকি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেনি তাকে দেওয়া জায়যে হবে না।

পাঁচ: যদি পূরণ এক বছর ঘোষণা করার পরও মালকি না আসে তখন জনিসিটির উপর কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তির মালকানা সাব্যস্ত হবে। তবে সে ব্যবহার করার আগে এর বিবরণ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে; যাতে করে পরে যবে কোনও সময় মালকি আসলে জনিসিটি থাকলে তাকে ফেরত দিতে পারে কথিবা জনিসিটি না থাকলে এর বদলে অন্য কিছু তাকে ফেরত দিতে পারে। কারণ জনিসিটির মালকি ফেরত আসার মাধ্যমে কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির মালকানা বলিপ্ত হয়ে যাবে।

দ্রষ্টব্য:

হারানো বস্তু সম্পর্কে ইসলামের দকি-নির্দেশনা থেকে উপলব্ধি করা যায় ইসলাম সম্পদে প্রতিও সম্পদ সংরক্ষণে প্রতিকতবশে যত্নশীল, একজন মুসলমিরে সম্পদে পবিত্রতা ও তার সম্পদ রক্ষায় কতবশে যত্নবান। মোটকথা, এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি ইসলাম কল্যাণের কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সকলকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠি রাখেন এবং আমাদেরকে মুসলমি অবস্থায় মৃত্যু দান করেন।